ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ অত্যাবশ্যক

প্রস্তুতকরণে

সম্মানিত শাইখ আব্দুল আজীজ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ
প্রাক্তন প্রধান মুফতী সু'উদী আরব

অনুবাদক

মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম বিন মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয় সু'উদী আরব, দক্ষিণ কোরিয়া

ন্যায়ের আদেশ
ও
অন্যায়ের নিষেধ
অত্যাবশ্যক

প্রস্তুতকরণে

সম্মানিত শাইখ আব্দুল আজীজ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ

প্রাক্তন প্রধান মুফতী সু'উদী আরব

অনুবাদক

মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম বিন মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয় সু'উদী আরব, দক্ষিণ কোরিয়া

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ অত্যাবশ্যক

আব্দুল আজীজ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ

বাংলাদেশ সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১১ ঈসায়ী

প্রকাশনায় :

তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

ইমেল : tawheedpublications@gmail.com

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

ISBN :

মুদ্রণ :

হেরা প্রিন্টার্স, হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবার ও সাথীগণের উপর। আরো সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর হিদায়াতের দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন।

অতপর অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অতিউত্তম নৈকট্যের কাজ হলো পরস্পর উপদেশ দেয়া, কল্যাণের দিকনির্দেশনা দেয়া, পরস্পর সত্যের প্রতি আহবান করা এবং সত্যের দিকে আহবান করতে গিয়ে বিপদ আসলে তার উপর ধর্য ধারণ করা। আর যা সত্য বিরোধী,আল্লাহকে রাগান্বিত করে ও তাঁর রাহমাত হতে দূরে ঠেলে দেয় তা হতে সতর্ক করা।

আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের অন্ত র ও কর্মকে ও সকল মুসলিমদেরকে দুরস্ত (সংশোধন) করে দেন। এবং তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর দীনের বুঝ ও তার উপর ছাবাত দান করেন। এবং তিনি যেন তাঁর দীনকে সাহায্য করেন এবং তাঁর কালিমাকে উঁচু করেনে। এবং তিনি যেন মুসলিম শাসকদেরকে দুরস্ত করে দেন। এবং তাদেরকে সকল কল্যাণের তাওফীক দান করেন। এবং তাদের জন্য তাদের সঙ্গী- সাথীদেরকে দুরস্ত করে দেন। এবং তিনি যেন তাদেরকে সাহায্য করেন সে সকল কাজ সম্পাদনের উপর যাতে দেশ ও জাতীর কল্যাণ রয়েছে। এবং তিনি যেন তাদেরকে দীনের বুঝ দান করেন। এবং তিনি যেন তাদের বক্ষকে খুলে দেন তাঁর শরীয়াতকে শাসক বানানের জন্যে এবং তার উপর (তাদেরকে) ইস্তেকামাত - স্থায়িত্ব দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি এর মালিক ও এর উপর ক্ষমতাবান।

হে মুসলিমগণ ! ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও গুরুত্ব পাবার দাবিদার, কারণ এর বাস্তবায়নের মাঝে

নিহিত রয়েছে জাতির কল্যাণ ও তাদের মুক্তি। এবং এটি পরিত্যাগের মাঝে রয়েছে মহাবিপদ ও বড় বিপর্যয়, মর্যাদার বিলুপ্তি ও হীনতার আগমন।

মহান আল্লাহ তাঁর মহা গ্রন্থে ইসলামের মাঝে এর মান - মর্যাদা ও স্থান পরিষ্কার- ব্যাখা করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন নিশ্চয়ই এর স্থান মহান এমন কি তিনি কিছু আয়াতে একে ঈমানের আগে উল্লেখ্য করেছেন যা দীনের মূল ও ইসলামের ভিত্তি।

যেমন তিনি বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ. [سورة آل عمران: الآية :١١٠].

তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে লোকদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা ন্যায়ের আদেশ দিবে অন্যায়ের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। (সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ঃ ১১০)

আমরা জানি যে, এ ওয়াজিব কাজটির মহত্ব প্রকাশ ও এর উপর সকল মহা কল্যাণ নির্ভরশীল হওয়ার কারণেই আল্লাহ (এ আয়াতে) ঈমান আনার কথার আগে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের কথা উল্লেখ্য করেছেন।

বিশেষ করে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ যায়গায় শিরক, বিদ'আতের ছয়লাব ও মা'সিয়াত - আল্লাহর বিরুধিতা প্রকাশ পাওয়ার কারণে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের দিকে মুসলিমদের প্রয়োজন ও জরুরত খুব বেশি হয়ে পড়েছে।

রসূলের যুগে, সাহাবাদের যুগে ও সালাফ সালিহের যুগে মুসলিমরা এ ওয়াজিবটির সম্মান করতো এবং খুব সুন্দরভাবে এটি বাস্তবায়ন করতো। তাই অধিক মুর্খতা, জ্ঞানের স্বল্পতা ও অধিকাংশ মানুষের এ মহা ওয়াজিবটি হতে উদাসীন থাকার কারণে তাদের পর এ কাজটির প্রতি প্রয়োজন খুব বেশি ও মহান হয়ে পড়েছে।যেমন অতিবাহিত হয়েছে যে অধিকাংশ দেশে অকল্যাণ ও বিপর্যয়ের প্রসার লাভ, বাতিলের দিকে আহবানকারীদের আধিক্য ও কল্যাণের দিকে আহবানকারীদের স্বল্পতার কারণে আমাদের এ বর্তমান সময়ে বিষয়টি আরো কঠিন আর বিপদটি আরো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ এর আদেশ দিয়েছেন, এবং এর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং একে সূরা আল ইমরানের আয়াতে ঈমানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর সে আয়াতটি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (سورة آل عمران:١١٠)

তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে লোকদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ঃ ১১০)

অর্থাৎ ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাত। তারা আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বোত্তম উম্মাত। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل (رواه الترمذي)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত তিনি বলেন: তোমরা সত্তর উম্মাত পূর্ণ করবে (অর্থাৎ তোমরা সত্তরতম উম্মত)।

তাদের মধ্যে তোমরা আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ও অধিক সম্মানিত উম্মাত। (হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।)

لماذا بعث الله الرسل؟

আল্লাহ কেন রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন ?

পূর্ববর্তী উম্মাতের মাঝেও ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ এর কারণেই রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। আর এঁর কারণেই কিতাবসমূহ অবতির্ণ করেছেন। আর ন্যায়ের মূল হলো আল্লাহর একত্বতার ঘোষণা করা আর তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া। আর অন্যায়ের মূল হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা ও তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা।

আর আল্লাহর একত্বতা ঘোষণা করা যা সব চেয়ে বড় ন্যায় কাজ এর দিকে মানুষকে আহবান করার জন্যে আর আল্লাহর সাথে শিরক করা যা জঘন্যতম অন্যায় কাজ তা থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্যে সকল রাসূলদের প্রেরণ হয়েছে। বাণী ইসরাঈল যারা এর ব্যাপারে শীথিলতা করেছিল ও একে বাস্তবায়ন করেনি তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (سورة المائدة: الآية :٧٨)

বানী ইসরাঈলের কাফিরদের উপর দাঊদ ও ঈসা আলাইহিমাস্ সালামের ভাষায় লা'নত করা হয়েছে। কারণ তারা নাফারমানী করেছিল ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ঃ ৭৮)

তারপর আল্লাহ এ নাফারমানীর ব্যাখা করেছেন ও বলেছেন ঃ

كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(سورة المائدة:٧٩)

যে খারাপ কাজ তারা করতো তা থেকে পরস্পর পরস্পরকে বাধা প্রদান করতো না এরা যাই করতো তা নিশ্চয়ই খুব খারাপ ছিল।

(সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ঃ ৭৯)

অতপর তাদের এ কাজ (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ ছেড়ে দেয়াকে) আল্লাহ তাদের বড় নাফারমানীর ও সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং তাকে (নিম্নের আয়াতকে)

(كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ) (سورة المائدة : الآية : ٧٩)

যে খারাপ কাজ তারা করতো তা থেকে পরস্পর পরস্পরকে বাধা প্রদান করতো না এরা যাই করতো তা নিশ্চয়ই খুব খারাপ ছিল। (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ঃ ৭৯)

নিম্নের আয়াতের ব্যাখা করেছেন।

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (سورة المائدة:٧٨)

কারণ তারা নাফারমানী করেছিল ও সীমালঙ্ঘন করেছিল।

(সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ঃ ৭৮)

এ ওয়াজিব কাজটি ছেড়ে দেয়ার পিছনে মহা বিপদ থাকায় এ রূপ করা হয়েছে।

আর এ ব্যাপারে (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের ব্যাপারে) আল্লাহ্ বানী ইসরাঈলের এক দলের প্রশংসা করে সূরা আল ইমরানে বলেছেন ঃ

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ . [سورة آل عمران:١١٣-١١٥].

আহ্লু কিতাবের এক দল (হক্বের উপর) প্রতিষ্ঠিত ছিল যারা রাতের সময়েও আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করতো এবং সাজদাতেও করতো। আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাসও রাখতো, ভাল কাজের হুকুম দিতো আর মন্দ কাজ হতে (মানুষকে) বিরত রাখতো, ভাল কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করতো। আর এরাই সৎ লোকের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আর তাদের কৃত কোন ভাল কাজই অস্বীকার করা হবে না আর আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে খুব ভাল জানেন।

(সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ঃ ১১৩-১১৫)

আহ্লু কিতাবের যারা এটি বাস্তবায়ন করেনি তাদের উপর যে আযাব এসেছিল সে আযাব এ দলের উপর আসেনি, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ব্যাপারে তাদের প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহর কিতাবের সূরা তাওবার অপর এক আয়াতে আল্লাহ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করাকে সলাত প্রতিষ্ঠা করা ও

যাকাত আদায় করার উপর প্রাধাণ্য দিয়েছেন। আর এটির গুরুত্বের কারণেই এরূপ করা হয়েছে।

لأي معنى قدم هذا الواجب؟

কোন অর্থের কারণে এ ওয়াজিবটিকে প্রাধাণ্য দেয়া হয়েছে।

আর ন্যায়ের আদেশ করা ও অন্যায়ের নিষেধ করা ফরযু কিফায়াহ, তা সত্বেও এটিকে এ আয়াতে সলাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত আদায় করার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন ও বলেছেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة:٧١].

মু'মিন নর ও নারী পরস্পর পরস্পরের (সাহায্যকারী) বন্ধু, তারা ন্যায়ের আদেশ দেয় ও অন্যায়ের নিষেধ করে, সলাতকে (নিয়মিত) প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে,আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের উপরই আল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় সম্মানিত ও মহাজ্ঞানী। (সূরা তাওবা ঃ আয়াত ঃ৭১)

আল্লাহ এখানে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করাকে সলাত প্রতিষ্ঠা করার আগে উল্লেখ্য করেছেন যে সলাত ইসলামের স্তম্ভ ও সাক্ষ্যদানদ্বয়ের পর সবচেয়ে বড় রুকন। তারপরও কোন অর্থের কারেণে এ ওয়াজিবটিকে প্রাধাণ্য দেয়া হয়েছে।?

নিঃসন্দেহে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের খুব প্রয়োজন ও তা বাস্তাবয়ন করা খুব বেশি জরুরি তাই এটিকে প্রাধাণ্য দেয়া হয়েছে। এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে উম্মাত দরস্ত ও ঠিক হবে এবং তাদের মাঝে কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে,তাদের মাঝে মর্যাদা প্রকাশ পাবে, তাদের কাছ থেকে হীনতা চলে যাবে, জনগণ কল্যাণ সম্পাদনে সহযোগিতা করবে, পরস্পর উপদেশ দিবে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, সকল কল্যাণ সম্পাদন করবে, আর সকল অকল্যাণ বর্জন করবে।

আর ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ ছেড়ে দিলে ও তার ব্যাপারে উদাসীন হলে মহাবিপদ আসবে ও সীমাহীন অকল্যাণ প্রকাশ পাবে, আর উম্মাত বিভক্ত হবে, হৃদয় কঠোর হবে বা মরে যাবে হীনতা প্রকাশ পাবে ও প্রচার হবে এবং মর্যাদা বিলোপ হবে আর সত্য ধ্বংস বা বিদায় নিবে আর বাত্বিলের আওয়াজ প্রকাশ পাবে, আর যে গ্রামে, শহরে, দেশে ও যে স্থানে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা হবে না সেখানে এটি অবশ্যই পতিত হবে। অবশ্যই সেখানে খারাপ প্রচার হবে, অন্যায়সমূহ প্রকাশ পাবে, বিপদ আপদ ছেয়ে যাবে। আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা ও আমাদের শক্তি।

أهل الرحمة:

আহ্লুর রাহমাহ বা অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক (কারা?) ঃ

আর আল্লাহ সুবহানাহু বর্ণনা করেছেন যে ন্যায়ের আদেশকারী ও অন্যায়ের নিষেধকারী, সলাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত আদায়কারী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকারী এরাই দয়া পাওয়ার হক্বদার।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন ঃ

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ (سورة التوبة: الآية:٧١)

এদের উপরই আল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি দয়া করবেন।

(সূরা তাওবা ঃ আয়াত ঃ৭১)

এটি প্রমাণ করে যে শুধু আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর শারীয়াতের অনুসরণের দ্বারাই রাহমাত - দয়া অর্জন করা যায়। আর এর মধ্যে বিশেষ হলো ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ।

আশা আকাঙ্খা, নসবনামা - বংশ মর্যাদা যেমন কুরাইশ বা বানী হাশিম ও বানী ফুলান এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দ্বারা এবং পদসমূহের দ্বারাও যেমন রাজা হওয়া বা প্রজাতন্ত্রের প্রধান হওয়া বা মন্ত্রি হওয়া বা এ ছাড়া আরো অন্যান্য পদের দ্বারাও রাহমাত - দয়া অর্জন করা যায় না। মালামাল ব্যবসা - বাণিজ্য অধিক কারখানা থাকা এ ছাড়া মানুষের অন্যান্য কর্মের দ্বারাও রাহমাত - দয়া অর্জন করা যায় না। শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং তাঁর শারীয়াতের অনুসরণের মাধ্যমেই দয়া অর্জন করা যায়।

আর এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ন্যায়ের আদেশ দেয়া ও অন্যায়ের নিষেধ করা, সলাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। সুতরাং এরাই দয়া পাবার হক্বদার,এবং প্রকৃতপক্ষে এরাই আল্লাহর দয়ার প্রত্যাশি এবং এরাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁকে কদর ও সম্মান করে। সুতরাং সে কত বড় যালিম যে তাঁর আদেশ মানে না এবং তাঁর নিষেধে পতিত হয় যদিও সে দাবি করে যে সে তাঁকে ভয় পায় ও তাঁর দয়ার আশা করে।

আর যে শুধু তাঁর আদেশ প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর শরীয়াতের অনুসরণ করে, তাঁর রাস্তায় জিহাদ করে এবং ন্যায়ের আদেশ করে ও অন্যায়ের নিষেধ করে সেই সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে সম্মান করে, তাঁকে ভয় পায় ও তাঁর দয়ার প্রত্যাশা করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু সূরা বাক্বরাতে বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ (سورة البقرة: الآية : ٢١٨).

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এরাই আল্লাহর রাহমাতের আশা করে।

(সূরা বক্বরা ঃ আয়াত ঃ ২১৮)

অতপর আল্লাহ সুবহানাহু তাদেরকে তাঁর রাহমাতের প্রত্যাশি বানিয়েছেন যখন তারা ঈমান এনেছে, জিহাদ করেছে ও হিজরত করেছে তাদের ঈমান,হিজরত ও জিহাদ করার কারণে, তিনি বলেননি যে ঃ নিশ্চয়ই যারা প্রাসাদ তৈরি করেছে বা যাদের ব্যবসা- বাণিজ্য মহত্ব বা বেশি হয়েছে বা যাদের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে বা যাদের বংশ মর্যাদা উচুঁ হয়েছে তারাই আল্লাহর রাহ্মাত পাবে, বরং তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة البقرة: الآية :٢١٨).

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এরাই আল্লাহর রাহমাতের আশা করে আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (সূরা বক্বরা ঃ আয়াত ঃ ২১৮)

সুতরাং দয়ার প্রত্যাশা ও আযাবের ভয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে হয়। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভূক্ত।

ولتكن منكم أمة:

তোমাদের মধ্যে একটি দল হোক ঃ

এবং আল্লাহ সুবহানাহু অপর এক আয়াতে সফলতা কল্যাণের দিকে আহবানকারী, ন্যায়ের আদেশকারী ও অন্যায়ের নিষেধকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورة آل عمران: الآية :١٠٤).

তোমাদের মধ্যে একটি দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে, এবং তারাই সফল।

(সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ঃ ১০৪)

فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وهي:

তাই আল্লাহ সুবহানাহু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে এরাই নিম্নের গুণে গুণান্বিত ঃ যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে, ন্যায়ের আদেশ দেয় ও অন্যায়ের নিষেধ করে, এরাই সফল। এর অর্থ হলো এরাই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কামিয়াব ও সফল, যদিও এদের ছাড়া মু'মিনদের

অন্যরাও সফল ইসলামী অ'যর থাকার কারণে এ গুণের কোন একটি গুণ না থাকলেও। কিন্তু পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রূপে তারাই সফল যারা কল্যাণের দিকে (মানুষকে) আহবান করে, ন্যায়ের আদেশ করে ও দ্রুত তা পালন করে এবং অন্যায়ের নিষেধ করে ও তা হতে বিরত থাকে।

أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى:

তবে যারা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে অন্য উদ্দেশ্যসমূহের কারণে ঃ

যেমন লোককে দেখানোর জন্যে, লোককে শুনানোর জন্যে বা পার্থিব্য কোন স্বার্থ অর্জনের জন্যে বা আরো অন্যান্য কারণের জন্যে বা ন্যায় সম্পাদন করা হতে বিরত থাকবে ও অন্যায় সম্পাদন করবে, পরিণামে তারা সব চেয়ে জঘন্য ও খারাপ লোক।

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه - أي أمعاؤه - فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون مالك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال فيقول لهم بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه!!.

যেমন বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ উসামাহ বিন যাইদ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা

হবে, ফলে তার পেটের নাড়ী-ভূঁড়ি ঝুলে যাবে এবং সে জাহান্নামে পেষণযন্ত্রের চার পাশে গাঁধা ঘুরার মত ঘুরতে থাকবে, আর জাহান্নামবাসীরা তার কাছে জমা হবে, তারা (তাকে) বলবে হে অমুক তোমার কি হয়েছে? তুমি কি ন্যায়ের আদেশ দিতে না ও অন্যায়ের নিষেধ করতে না ? বর্ণনাকারী বলেন ঃ সে তাদেরকে বলবে ঃ হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে ন্যায়ের আদেশ দিতাম কিন্তু আমি নিজে পালন করতাম না। আর আমি অন্যায়ের নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে অন্যায় করতাম। এটি তার অবস্থা যার কথা তার কাজের বিপরিত হবে। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই ! তার দ্বারা জাহান্নাম প্রজ্জলিত করা হবে, আর সকল সৃষ্টিজীবের সামনে তাকে অপমান করা হবে, জাহান্নামীরা তার দিকে তাকাবে ও আশ্চর্য হবে ও বলবে কিভাবে একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে? সে জাহান্নামে পেষণযন্ত্রের চার পাশে গাঁধা ঘুরার মত ঘুরতে থাকবে, তার পেটের নাড়ী-ভূঁড়ি ঝুলে যাবে, সে তা টানতে থাকবে, (এটি) কেন? কারণ সে ন্যায়ের আদেশ করতো কিন্তু সে তা পালন করতো না এবং অন্যায়ের নিষেধ করতো কিন্তু সে নিজে অন্যায় করতো।

সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল যে ন্যায় সম্পাদন সহ তার আদেশ করা আর অন্যায় বর্জন সহ তা হতে (মানুষকে) নিষেধ করা উদ্দেশ্য। আর এটাই সকল মুসলিমের উপর ওয়াজিব। আর এ মহা ওয়াজিবটির বিষয়টাকেই আল্লাহ তাঁর কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তা পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, তা বর্জন করা হতে সতর্ক করেছেন, আর তা পরিত্যাগকারীকে লা'নত করেছেন। সুতরাং সকল মুসলিমদের উপর তাদের রবের আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর

শাস্তি হতে সতর্কতা অবলম্বনার্থে এর কদর করা, একে দ্রুত বাস্তবায়ন করা, এবং একে নিজেদের জন্যে অপরিহার্য মনে করা ওয়াজিব।

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের স্তরসমূহ ঃ

অপর দিকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত এ বিষয়টিকে শক্তিশালী করেছে, এটিকে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে ও তার ব্যাখা দিয়েছে। যেমন নাবী মুস্ত্বফা আলাইহিস সলাতু ওয়স্ সালাম সহীহ হাদীসে বলেছেন ঃ

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان [خرجه الإمام مسلم في صحيحه].

তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে বাধা দেয় আর যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে বাধা দেয়, আর এটি হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

অতপর তিনি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন ঃ

المرتبة الأولى:

প্রথম স্তর ঃ

শক্তি থাকলে হাত দিয়ে বাধা দেয়া, যেমন মদের পাত্র ঢেলে ফেলে দেয়া, বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলা, শাসক ও শক্তিধরদের মধ্য হতে শাসকের

মত ব্যাক্তিদের সামর্থ থাকলে তাদের সে ব্যাক্তিকে নিষেধ করা যে মানুষের প্রতি অন্যায় করতে চায় ও তাদের প্রতি নিজের ইচ্ছাকে ব্যাবহার করে যুলম অত্যাচার করে। আরো যেমন সলাত, আল্লাহর অবশ্যই পালনীয় বিধান ও এ ছাড়া অন্যান্য আরো বিধিবিধান যা আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন তা সামর্থবান মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া।

প্রত্যেক মু'মিনের নিজ পরিবার ও ছেলেমেয়ের সাথে অনুরূপ অবস্থা। সে তাদের উপর আল্লাহর বিধান চাপিয়ে দিবে এবং সে তাদেরকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান করবে যদি তাদের ব্যাপারে তার কথা কাজে না লাগে। অনুরূপ অবস্থা তার যাকে কোন পক্ষ থেকে শক্তি দেয়া হয়েছে বা সে মুহ্‌তাসিব (যে বিনা বেতনে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের কাজে নিয়োজিত সে মুহ্‌তাসিব) বা গোত্রের শাইখ বা এরা ছাড়া অন্যরা যাদের শাসকের পক্ষ হতে বা জামা'আতের পক্ষ হতে শক্তি দেয়া হয়েছে, সাধারণ শক্তির অবর্তমানে (ইসলামী রাষ্ট্রের অবর্তমানে) (এদের) প্রত্যেকেই নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী এ ওয়াজিবটিকে বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করবে। এ স্তর বাস্তবায়নে অক্ষম ও অপারগ হলে নিম্নের স্তরের দিকে অগ্রসর হবে।

المرتبة الثانية:

দ্বিতীয় স্তর ঃ

আর তা হলো মুখ, তাদেরকে (জনগণকে) মুখের দ্বারা আদেশ ও নিষেধ করবে, যেমন বলবে ঃ হে জাতি আল্লাহকে ভয় কর, হে আমাদের ভাইয়েরা তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, সলাত আদায় কর, যাকাত দাও, এ অন্যায়টি ছেড়ে দাও, এ রকম কর, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা

ছাড়, তোমাদের মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যাবহার কর, তোমাদের আত্নীয়তা বন্ধনকে বজায় রাখ, এ ছাড়া আরো অন্য বিধান পালন করার ও নিষেধ বর্জন করার আদেশ দিবে। মুখের দ্বারা তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে। এবং তাদেরকে ওয়ায-নসীহত করবে ও উপদেশ দিবে, তারা যা সম্পাদন করে তা খোজে বের করে তার উপর তাদেরকে সতর্ক করবে।

আর তাদের সাথে নম্রতার সহিত উত্তম আচরণ করবে। নাবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন ঃ

إن الله يحب الرفق في الأمر كله (رواه الترمذي)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যাপারেই নম্রতাকে ভালবাসেন।

(হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন ঃ

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه .

رواه مسلم

যার মধ্যেই নম্রতা থাকবে তা সুন্দর হবে আর যার মাঝেই নম্রতা থাকবে না তা অসুন্দর হবে। (হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

وجاء جماعة من اليهود، فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا:

ইয়াহুদের একটি দল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রবেশ করে বললো :

السام عليك يا محمد،

(আস সামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ) হে মুহাম্মাদ তোমার মৃত্যু হোক

يعنون الموت، وليس مرادهم السلام. فسمعتهم عائشة رضي الله عنها، فقالت:

তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের মৃত্যু কামনা করা, আস্ সালাম উদ্দেশ্য ছিল না।

আয়িশা রাযিআল্লাহু আনহা তাদেরকে শুনতে পেয়ে বললো ঃ

"عليكم السام واللعنة". وفي لفظ آخر: "ولعنكم الله، وغضب عليكم"،

(আলাইকুমুস্ সামু ওয়াল্ লা'নাতু) ওয়া ফী লাফযিন আখার (ওয়া লা'আনাকুমুল্লাহু ওয়া গযিবা আলাইকুম) তোমাদের উপর মৃত্যু ও লা'নাত হোক অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তোমাদেরকে লা'নাত করুন ও তোমাদের উপর রাগান্বিত হন।

فقال صلى الله عليه وسلم : "مهلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم وعليكم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا" (رواه الترمذي)

অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আয়িশা থাম ! আল্লাহ নম্র, প্রত্যেক বিষয়েই তিনি নম্রতাকে পছন্দ

করেন। সে বললো আপনি কি শুনেছেন তারা কি বলেছে? রাসূল বললেন তুমি কি শুনেছ আমি তাদেরকে কি বলেছি ? আমি তাদেরকে বলেছি ঃ (ওয়া আলাইকুম) তোমাদের উপরও মৃত্যু হোক। কারণ তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ গ্রহণ হবে। আমাদের ব্যাপারে তাদের দু'আ গ্রহণ হবে না। (হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন)

এ আচরণ অথচ তারা ছিল ইয়াহুদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করেছেন যাতে তারা হিদায়াত পায়, আর যাতে তারা হক্ব গ্রহণ করে। আর যাতে তারা ঈমানের আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেয়।

অনুরূপ আল্লাহর তাওফীক প্রাপ্ত ন্যায়ের আদেশকারী ও অন্যায়ের নিষেধকারী ব্যাক্তি নম্র স্বভাব,উপযুক্ত বাক্যসমূহ ও উত্তম শব্দসমুহ ব্যবহার করবে, যখন সে বৈঠক, রাস্তা ও কোন স্থান দিয়ে এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যাদের এ ব্যাপারে ত্রুটি রয়েছে। সে তাদেরকে নম্রভাবে ও উত্তম বাণীর দ্বারা আহবান করবে এমন কি যদিও তারা তাদের নিকট অস্পষ্ট বিষয়ে তার সাথে তর্ক করে বা তারা সে বিষয়ে অহংকার করে (তা সত্ত্বেও) সে তাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন ঃ

{ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [سورة النحل: الآية :١٢٥].

তুমি (তাদেরকে) হিকমাত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের রাস্তায় দিকে আহবান কর এবং উত্তম পন্থায় তুমি তাদের সাথে তর্ক কর (সূরা নাহল ঃ আয়াত ঃ ১২৫)

আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেছেন ঃ

وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

(سورة العنكبوت: الآية :٤٦.)

তোমরা কেবল উত্তম পন্থার মাধ্যমেই আহলু কিতাবদের সাথে তর্ক কর। (সূরা আনকাবূত ঃ আয়াত ঃ ৪৬)

من هم أهل الكتاب؟

কারা আহলু কিতাব ?

তারা হলো ইয়াহুদ ও খৃষ্টান, তারা কাফির তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

(سورةالعنكبوت: الآية ٤٦.)

তোমরা কেবল উত্তম পন্থার মাধ্যমেই আহলু কিতাবদের সাথে তর্ক কর। তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম অত্যাচারি তাদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়াও তর্ক করতে পার। (সূরা আনকাবূত ঃ আয়াত ঃ ৪৬)

অর্থ ঃ তাদের মধ্যে যারা যুল্ম করবে, সীমালঙ্ঘন করবে ও মন্দ কথা বলবে তাদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া অন্য চিকিৎসা বা অন্য পন্থা ব্যবহার করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (سورة الشورى: الآية : ٤٠)

আর মন্দের প্রতিদান অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে

(সূরা শূরা ঃ আয়াত ঃ ৪০)

আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেছেন ঃ

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. (

سورة البقرة: الآية :١٩٤.)

যে তোমাদের উপর যুলম করবে তোমরাও তার উপর যুলম কর সে পরিমাণ যে পরিমাণ তোমাদের উপর যুলম করেছে।

(সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ঃ ১৯৪)

তবে ক্ষেত্র যেহেতু শিক্ষা, আহবান ও সত্য প্রকাশের ক্ষেত্র তাই উত্তম পন্থাতেই হওয়া ভাল। কারণ এটি কল্যাণের নিকটবর্তী।

قال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهي عنه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه.

সুফইয়ান আছ্ ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ঃ ন্যায়ের আদেশকারী ও অন্যায়ের নিষেধকারীর জন্য সে যে ব্যাপারে আহবান করবে ও যা হতে নিষেধ করবে সে ব্যাপারে নম্র ভদ্র হওয়া উচিত, যে ব্যাপারে সে আহবান করবে ও যা হতে সে নিষেধ করবে সে ব্যাপার

তাকে ন্যায়পরায়ণ হওয়া উচিত ও যে ব্যাপারে সে আহবান করবে ও যা হতে সে নিষেধ করবে সে ব্যাপারে তাকে জ্ঞানী হওয়া উচিত।

وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله، تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة، لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم، لا عن جهل. ويكون مع ذلك رفيقا عاملا بما يدعوه إليه تاركا ما ينهى عنه، حتى يقتدى به.

আর এটিই সালাফ রাহিমাহুমুল্লাহদের কথার অর্থ, যে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও সাম্যক্ষ জ্ঞানসহ নম্রতা ইখতিয়ার করা। শুধু ইলম - জ্ঞান দ্বারাই ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে মুর্খতার দ্বারা নয়। এটি সহ সে যার দিকে (মানুষকে) আহবান করবে তার প্রতি নম্র ও আমল কারী হবে আর যা হতে (মানুষকে) নিষেধ করবে তা বর্জণকারী হবে যাতে তার অনুসরণ করা যায়।

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل .

আর সহীহ মুসলিমে আছে আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ আমার

পূর্বে যে উম্মাতের কাছেই আল্লাহ নাবী পাঠিয়েছিলেন তারই নিজ উম্মাতের মধ্য হতে সাহায্যকারী ও সাথী ছিল যারা তার সুন্নতকে গ্রহণ করতো ও তার আদেশের অনুসরণ করতো। আর তাদের (নাবীদের) পর অনেক উত্তরসুরীদের জন্ম হবে তারা যা করবে না তা বলবে আর যার আদেশ দিবে না তা করবে। সুতরাং যে তাদের সাথে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মু'মিন, আর যে তাদের সাথে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সেও মু'মিন এবং যে ব্যাক্তি তাদের সাথে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সেও মু'মিন তবে এর পর ঈমানের আর কোন অংশ নেই।

এ হাদীসটি পুর্বে বর্ণিত আবূ সাঈদের হাদীসের মত যার মাঝে (অন্যায়কে) হাত,মুখ ও অন্তর দিয়ে অস্বীকার করার কথা রয়েছে। সুতরাং অসৎ উত্তরসুরী যারা নাবীদের পর জন্ম নিবে এটি তাদের বিধান তাদের উম্মাতের মাঝে, (তাদেরকে) ন্যায়ের আদেশ দেয়া হবে অন্যায়ের নিষেধ করা হবে, আল্লাহর বিধান শিক্ষা দেয়া হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে, হাত, মুখ ও অন্তর এর মাধ্যমে।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মাঝেও অনুরূপ আলিম, শাসক নির্ধারিত গোষ্ঠী ও ফাকিহদের উপর ওয়াজিব যে তারা তাদের কাছ থেকে (জনগণের কাছ থেকে) আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, মুর্খদেরকে শিক্ষা দান পথভ্রষ্টদেরকে দিকনির্দেশনা, হদ ও শারঈ শাস্তি প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গিকার নিবে, যাতে মানুষ ঠিক হয়ে যায় ও হক্বকে গ্রহণ করে। এবং তাদের উপর শারঈ হদ (শাস্তি) প্রতিষ্ঠা করবে আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাতে

পতিত হওয়া হতে বাধা দিবে, যাতে তাদের কিছু সংখ্যক লোক অপর কিছু সংখ্যক লোকের উপর যুলম না করে, আরো যাতে আল্লাহর সম্মান নষ্ট না করে।

وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الراشد أنه قال: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" ويروي عن عمر رضي الله عنه أيضا. وهذا صحيح، كثير من الناس لو جئته بكل آية، لم يمتثل، لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن، وترك باطلة .. لماذا؟! لأن قلبه مريض، ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان.. فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.. لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده، ووازع السلطان له شأن عظيم.

আল খলীফাতুর রশিদ উছমান বিন আফ্‌ফান হতে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ শাসক দ্বারা যা বাধা প্রদান করেন তা কুরআন দ্বারা করেন না। এবং উমার রাযিআল্লাহু আনহু হতেও বর্ণিত হয়েছে, আর এটা সত্য, অনেক মানুষ আছে যে আপনি যদি তার নিকট (কুরআনেরর) সবটি আয়াতসহ উপস্থিত হন তাও সে তা পালন করবে না, কিন্তু যখন তার কাছে শাসকের পক্ষ হতে মারপিট,বন্ধি ও অনুরূপ আরো শাস্তি নিয়ে বাধা প্রদানকারী উপস্থিত হয় তখন সে তার নিকট অনুগত হয় এবং বাত্বিলকে ছেড়ে দেয়। (এটা) কেন ? কারণ তার অন্ত র অসুস্থ্য, আরো কারণ হলো যে সে দুর্বল ঈমানের অধিকারী বা তার মাঝে ঈমানই নাই। এ জন্যই সে আয়াত ও হাদীসসমূহের দ্বারা প্রভাবিত

হয় না। কিন্তু যখন তাকে শাসকের ভয় দেখানো হয় তখন সে কেঁপে উঠে ও নিজ সীমায় দাঁড়িয়ে যায়। তাই শাসকের বাধা প্রদানকারীর এক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। এবং আল্লাহ এ জন্যই তাঁর বান্দাদের জন্য কিসাস, হুদূদ ও শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছেন কারণ এটি তাদেরকে বাত্বিল ও সকল প্রকার যুলম হতে বিরত রাখবে। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা হক্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। তাই শাসকদের উপর ওয়াজিব এটিকে প্রতিষ্ঠা করা, (তাদের উপর আরো ওয়াজিব হলো) যারা এটিকে প্রতিষ্ঠা করবে তাদেরকে সাহায্য করা, লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাদের উপর হক্বের প্রতি আমল করাকে বাধ্য করে দেয়া, তাদেরকে তাদের সীমানায় রুখে রাখা, যাতে তারা ধ্বংস না হয়ে যায়, বাত্বিলের স্রোতের সাথে যেন তারা ভেসে না যায় এবং তারা যেন আমাদের বিরুদ্ধে শাইত্বন ও তার সৈন্যের সাহায্যকারী না হয়ে যায়।

المرتبة الثالثة:

তৃতীয় স্তর ঃ

মু'মিন ব্যক্তি যখন (অন্যায়কে) হাত ও মুখ দিয়ে বাধা দিতে অপারগ হবে তখন সে

অন্তর দিয়ে বাধা দেয়ার দিকে অগ্রসর হবে। অন্যায়কে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে ও তার সাথে বিদ্বেষ রাখবে, আর অন্যায় কারীদের সংগী সাথী হবে না।

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس: "هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له رضي الله عنه: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر".

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে কিছু লোক তাঁকে বলেছিল : আমি যদি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ না করি তবে কি আমি ধ্বংস হয়ে যাবো? আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ রাযিআল্লাহু আনহু তখন তাকে বলেছিল যে তোমার অন্তর যদি ন্যায় জানতে না পারে আর অন্যায়কে অস্বীকার না করে তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

رد الدعاء وعدم النصر:

(আল্লাহর কাছে) দু'আ গ্রহণ না হওয়া ও (তাঁর কাছ থেকে) সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে যাওয়া ঃ

আমাদের বিষয়, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের বিষয় এর সাথে সম্পর্ক রাখে ঐ বিষয়টিও যা নাবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম হতে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

يقول الله عز وجل: مروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم }. وفي لفظ آخر من حديث حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن

المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. [رواه الإمام أحمد].

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা আহবান করবে আর আমি তোমাদের আহবানে সাড়া দিবো না, আর তোমরা আমার কাছে চাবে আমি তোমাদেরকে দিবো না আর তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাবে আর আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো না এর আগেই তোমরা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ কর। আর হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসে অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, নাবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন ঃ শপথ তার যার হাতে আমার প্রাণ তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করবে, নতুবা আল্লাহ অবশ্যই তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতপর তোমরা তাকে ডাকবে কিন্তু তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না। (হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।)

সুতরাং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্তর্ভূক্ত যেমন পুর্বে অতিবাহিত হয়েগেছে, আর মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ এর হাদীসে নাবী আলাইহিস্ সালাম ওয়াস্ সালাম বলেন ঃ

لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم داود وعيسى بن مريم ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ [سورة البقرة: الآية :٦١].

যখন বানী ইসরাঈল নাফরমানীতে বা আল্লাহ বিরোধী কাজে লিপ্ত হলো তখন তাদের আলিমগণ তাদেরকে বাধা দিলো, কিন্তু তারা তাদের বাধা মানলো না, তারপরও তারা তাদের সাথে চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া ও পানাহার করতে থাকলো, আল্লাহ যখন তাদের মধ্যে এটি দেখলেন তখন তাদের পরস্পরের অন্তরে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিলেন, তারপর তাদের নাবীগণ দাঊদ ও ঈসা বিন মারয়াম আলাইহিমাস্ সালামে'র ভাষায় তাদেরকে লা'নত করলেন। কারণ তারা নাফারমানী করেছিল ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ৬১)

وفي لفظ آخر: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تفعل من المعاصي ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم.

এবং অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই প্রথম যখন বানী ইসরাঈলের মাঝে ক্রটি প্রবেশ করেছিল তখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করলে বলতো ঃ হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর, আর যে অন্যায় করছো তা ছেড়ে দাও, তারপর সে যখন তার সাথে আবার সাক্ষাত করতো তখন তার মাঝে যে অন্যায় দেখেছিল তা তাকে তার খাওয়ার, পান করার ও বসার সাথী হওয়া হতে বাধা প্রদান করতো না। আল্লাহ যখন তাদের মধ্যে এটি দেখলেন তখন তাদের পরস্পরের অন্তরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দিলেন এবং তাদেরকে লা'নত করলেন।

তাই আমাদের সতর্ক থাকা দরকার,যাতে যে বিপদ তাদের পৌঁছেছিল তা যেন আমাদের কাছে না পৌঁছে।

وقد جاء في بعض الأحاديث أن إهمال هذا الواجب وعدم العناية به - أعني واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من أسباب رد الدعاء وعدم النصر كما تقدم. ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة، من عقوبات ترك هذا الواجب أن يخذل المسلمون وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهم، وأن لا يستجاب دعاؤهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

এবং কিছু হাদীসে এসেছে নিশ্চয়ই এ ওয়াজিবটি পরিত্যক্ত করা এবং এর (অর্থাৎ ন্যায় আদেশ ও অন্যায় নিষেধের ওয়াজিবটির) গুরুত্ব না দেয়া দু'আ গ্রহণ না হওয়া ও সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ যেমন অতিবাহিত হয়েগেছে। নিঃসন্দেহে এটি মহা বিপদ। এ ওয়াজিবটি ছেড়ে দেয়ার শাস্তিসমূহ হলো ঃ মুসলিমদের অপমাণ হওয়া, তাদের দলে দলে বিভক্ত হওয়া, তাদের উপর তাদের শুত্রুদের জয়ী হওয়া ও তাদের দু'আ গ্রহণ না হওয়া। আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন শক্তি নেই আর তাঁর উপর ভরসা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের বিধান ঃ

আর কখনো এ ওয়াজিব কাজটি কিছু লোকের উপর ফরযু 'আইন হয়ে দাঁড়ায়, যখন সে অন্যায় দেখতে পাবে আর তার কাছে সে ছাড়া তা প্রতিহত করার কেউ থাকবে না, তখন তার উপর তা প্রতিহত করা ওয়াজিব হবে সামর্থ অনুপাতে যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان [خرجه مسلم في الصحيح].

তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে বাধা দেয় আর যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে বাধা দেয়, আর এটি হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয় (হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

আর যদি তারা কোন শহরে, গ্রামে বা গোত্রে একদল লোক হয় তবে তাদের উপর (এটি) ফরযু কিফায়াহ হবে। তাদের মধ্যে যে এটি প্রতিহত করবে, আর যার দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জন হবে সে প্রতিদান অর্জন করে সফল হবে। আর তারা সবাই যদি এটিকে বর্জন করে তবে সবই পাপী হবে সকল ফরযু কিফায়ার ন্যায়। আর যদি কোন গ্রামে বা গোত্রে কেবল একজন আলিম থাকে তবে তার উপর মানুষকে শিক্ষা দেয়া ও তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করা ফরযু 'আইন হয়ে যাবে। আর তার সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলোর কারণে ও নিম্নে বর্ণিত আল্লাহর তা'আলার বাণীর কারণেঃ

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [سورة التغابن: الآية :١٦].

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তোমাদের শক্তি অনুপাতে।

(সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত ঃ ১৬)

الصبر والإحتساب:

ধৈর্য ধারণ করা এবং প্রতিদানের আশা রাখা ঃ

আর আলিম, দাঈ ও ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারীদের যাকে আল্লাহ্ ধৈর্যের, ছাওয়াবের আশার ও আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতার তাওফীক দিয়েছেন, সে সফল হয়েছে, তাওফীক প্রাপ্ত হয়েছে, হিদায়াত

প্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তার দ্বারা উপকার প্রদান করেছেন, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

[سورة الطلاق: الآيتان :٢-٣].

এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার জন্য (বিপদ ও পরীক্ষা হতে) বের হওয়া রাস্তা সৃষ্টি করে দিবেন। এবং তাকে রুযী প্রদান করবেন তার ধারণাতীত উৎস হতে। (সূরা ত্বলাক্ব ঃ আয়াত ঃ ২-৩)

আল্লাহ তাবারাক ও তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [سورة الطلاق: الآية :٤].

আর যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার জন্য তার সকল কর্মকে সহজ করে দিবেন। (সূরা ত্বলাক্ব ঃ আয়াত ঃ ৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

[سورة محمد: الآية :٧].

হে ঈমানদারগণ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা'সমূহ (অবস্থান) সুদৃঢ় করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ঃ ৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم { وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

[سورة العصر: الآية ١-٣].

"পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি"

সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে তারা নয়। [সূরা আল-আসর, আয়াত, ১-৩]

অতঃপর দুনিয়া ও আখিরাতে সফল লাভবান হলো মু'মিনগণ, সৎকর্ম সম্পাদনকারীগণ, পরস্পর সত্যের উপদেশ দান কারী ও পরস্পর ধর্যের উপদেশ দান কারীগণ। জানা বিষয় হলো যে নিশ্চয়ই ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, পরস্পর সত্যের প্রতি আহবান করা ও পরস্পর ধর্যের উপদেশ দেয়া তাক্বওয়ার অন্তর্ভূক্ত, তারপরও আল্লাহ সুবহানাহু এর কথা বিশেষ করে উল্লেখ্য করেছেন এ বিষয়টি আরো পরিস্কার ও এর দিকে (মানুষকে) উৎসাহ প্রদান করার জন্যে। আর উদ্দেশ্য হলো ঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ন্যায়ের আদেশ করবে, অন্যায়ের নিষেধ করবে সে ব্যক্তি এ মহা গণগুলোর অধিকারী, পূর্ণলাভ ও চিরসুখ অর্জন করে উত্তীর্ণ হবে যখন তার এর উপর মৃত্যু হবে। নিম্নে বর্ণিত আল্লাহর বাণী এ মহাগুণে গুণান্বিত হওয়ার আবশ্যিকতাকে আরো শক্তিশালী করে।

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة: الآية :٢].

সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতির কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না। (আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ঃ ২)

التفقه في دين الله:

আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জন করা ঃ

আতঃপর হে দীনী ভাই! অবশ্যই আপনাকে দীনের ব্যাপারে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের দ্বারা ন্যায় জানতে হবে। এবং অবশ্যই আপনাকে এর দ্বারা অন্যায়কে জানতে হবে। তারপর আপনাকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের ওয়াজিব কাজটি করতে হবে। কারণ দীনের ব্যাপারে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন করা এটি সৌভাগ্যের প্রতীক ও নিদর্শন যে আল্লাহ বান্দার কল্যাণ চান।

كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .

যেমন বুখারী ও মুসলিমে মু'আবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান শিক্ষা দেন।

অতএব আপনি যখন ব্যক্তিকে ইলম অনুসন্ধানের বৈঠক অনুসরণ করতে দেখবেন এবং ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে দেখবেন এবং তা শিখতে ও অর্জন করতে দেখবেন তখন মনে করে নিবেন যে আল্লাহ তার কল্যাণ চেয়েছেন এটি তারই নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। সে যেন এটিকে অপরিহার্য মনে করে। এবং সে যেন এর জন্যে চেষ্টা করে এবং ক্লান্ত ও দুর্বলতা প্রকাশ না করে।

কারণ রাসূল আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালাম সহীহ হাদীসে বলেছেন :

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنـة

[رواه الإمام مسلم في صحيحه].

যে ব্যক্তি ইলম / জ্ঞান অর্জনের রাস্তায় চলবে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের যাওয়ার রাস্তাকে সহজ করে দিবেন।

(হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

অতএব ইলম অনুসন্ধান করার মহা মর্যাদা রয়েছে। এটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের শামিল। এবং এটি মুক্তির কারণসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এবং এটি কল্যাণের প্রতীকসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

(কিভাবে ইলম অনুসন্ধান করতে হবে?)

১। ইলম অনুসন্ধানের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে। ২। উপকারী বইসমূহ পাঠ করে যদি সে তা বুঝে। ৩। জুমু'আর খুৎবা ও অন্যান্য বক্তব্য শ্রবণের মাধ্যমে। ৪। জ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে। এ সবই ইলম অনুসন্ধানের উপকারী পন্থাসমূহ।

৫। কুরআন কারীম হিফয করার মাধ্যমে। আর ইলম অর্জনের ব্যাপারে কুরআনই হলো আসল বা মূল। অতএব কুরআনই সকল ইলমের প্রধান। আর এটি হলো মহা ভিত্তি। আর এটি আল্লাহর মযবুত রশি। এবং এটি মহা গ্রন্থ। এবং এটি মর্যাদাবান কিতাব। এবং এটি কল্যাণের দিকে আহবানের মহা পরিচালক। এবং এটি অকল্যাণের বিরাট বাধা প্রদান কারী। তাই আমি প্রত্যেক মু'মিন নর ও নারীকে গভীরভাবে চিন্তার ও বুঝের সাথে কুরআনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া, তা বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, তা সমপূর্ণ বা যা সম্ভব হিফয করার প্রতি অসিয়ত করছি। কারণ এতে হিদায়াত ও নূর আছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন ঃ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [سورة الإسراء: الآية :٩].

নিশ্চয়ই এ কুরআন দিকনির্দেশন দেয় এমন পথের যা সর্বাধিক সরল। (সূরা ইসরা ঃ আয়াত ঃ ৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

[سورة الأنعام : الآية :٦].

আর এটি বরকতময় কিতাব এটি আমরা (আমি) অবতীর্ণ করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর, এবং ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (সূরা আন 'আম ঃ আয়াত ঃ ৬)

বরকতময় আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [سورة محمد: الآية :٢٤].

তারা কি কুরআনের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে না ? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ঃ ২৪)

তাই আমাদের উপর কুরআন তিলাওয়াত, হিফয, গভীরভাবে চিন্তা, বুঝা, আমল করা ও কুরআনের যা বুঝে আসবে না তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার দিক থেকে গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য।

অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের গুরুত্ব দেয়া। কারণ এটি দ্বিতীয় অহী (কুরআন প্রথম অহী) এবং এটি (বিধান গ্রহণের) দ্বিতীয় উৎস। এবং এটি আল্লাহর কিতাবের

(কুরআনের) ব্যাখ্যা ও তার প্রতি দিকনির্দেশনকারী। তাই প্রত্যেক ছাত্রের উপর এবং প্রত্যেক মুসলিমের উপর নিজেদের সামর্থ অনুপাতে

এবং নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী হিফয ও পুনরাবৃত্তি করার দ্বারা এর গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য।

যেমন ইমাম নাওয়াভীর চল্লিশ হাদীস এবং এর সাথে ইবনু রজবের আরো দশ হাদীস মোট পঞ্চাশ হাদীস মুখস্থ করা। এ হাদীসগুলো খুব ব্যপক ও অধিক উপকারী। এবং এ হাদীসগুলো জাওয়ামি'উল কালিম (অল্প শব্দ কিন্তু বেশি অর্থ প্রকাশকারী) এর অন্তর্ভূক্ত। তাই পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে এ হাদীসগুলো হিফয করা একান্ত দরকার।

অনুরূপ হাফিয আব্দুল গনী আল মাক্বদাসীর 'উমদাতুল হাদীস। এটি একটি মূল্যবান বই। ইলমের অধ্যায় বর্ণিত চারশর কিছু বেশি বিশুদ্ধ হাদীস এর মাঝে একত্রিত আছে। আর যদি সম্ভব হয় তবে এটাকে হিফয ও মুখস্থ করবে। আর এটা মুখস্থ করা আল্লাহর বড় একটি নি'য়ামত। অনুরূপ হাফিয ইবনু হাজার এর বুলূগুল মারাম। এটি একটি সংক্ষিপ্ত উপকারী ও মূল্যবান লিখিত বই। ছাত্রদের জন্যে সম্ভব হলে এটাকে তারা মুখস্থ করবে। আর এটাকে মুখস্থ করা ছাত্রদের জন্যে বড় কল্যাণকর।

আর যে কিতাবগুলো 'আক্বিদারর সাথে সম্পর্ক রাখে তার মধ্যে শাইখ ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ এর গুরুত্বপূর্ণ দু'টি গ্রন্থ ঃ ১। কিতাবুব তাওহীদ। ২। কাশফুশ শুবুহাত। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এর লিখিত আল'আক্বিদাতুল ওয়াসিতিয়াহ 'আক্বিদার কিতাবের অন্যতম। আর এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর সংক্ষিপ্ত 'আক্বিদার উপর লিখিত মূল্যবান ও বড় উপকারী সংক্ষিপ্ত কিতাব। এবং শাইখ ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ লিখিত কিতাবুল ঈমান 'আক্বিদার কিতাবের অন্তর্ভূক্ত। এটি

একটি মূল্যবান কিতাব। ঈমান সম্পর্কিত অনেক হাদীস তিনি এর মাঝে একত্রিত করেছেন।

তাই ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্যে এ উপকারী কিতাবসমূহ ও এ কিতাবের মত উপকারী কিতাবসমূহের মধ্যে যা সম্ভব তা হিফয করা উচিত, পূর্বের বর্ণনা অনুপাতে কুরআন কারীম বেশি বেশি তিলাওয়াত, তা বা তার যা সম্ভব তা হিফয করার মাধ্যমে তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান সহ। আরো সহপাঠিদের সাথে আলাপ - আলোচনা করা সহ। এবং যে সকল শিক্ষক ও আলিমগণের মাঝে কল্যাণ ও ইলমের বিশ্বাস আছে তাদেরকে জটিল বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করা সহ। এবং সে তার প্রভূর কাছে তাওফীক ও সাহায্য প্রর্থনা করবে। এবং দুর্বলতা ও অলসতা প্রকাশ করবে না। এবং নিজের সময় সংরক্ষন করবে। এবং সময়কে ভাগ ভাগ করে নিবে। তার দিন ও রাতের এক অংশ কুরআন কারীম তিলাওয়াত ও গভীরভাবে চিন্তা করার জন্যে বরাদ্দ করবে। আর এক অংশ দীনের জ্ঞান, বুঝ, কিতাব হিফয ও মুখস্থ এবং বুঝে না আসা বিষয় পুনরাবৃত্তি করার জন্যে বরাদ্দ করবে। আর এক অংশ নিজের পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে বরাদ্দ করবে। আর এক অংশ নিজের সলাত, ইবাদত এবং বিভিন্ন যিকর ও দু'আর জন্যে বরাদ্দ করবে। "নূরুন আলাদ দারব" (نور على الدرب) প্রোগ্রামটি শ্রবণ করা ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে আরো অনেক বড় উপকার দিবে। এ প্রোগ্রামটি ছাত্র,সাধারণ লোক ও অন্যান্যদের জন্যে খুব বেশি উপকারী প্রোগ্রাম। কারণ এতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রদান করেন, ইলম,আমল ও কল্যাণে প্রসিদ্ধ সু'উদী শাইখগণ। তাই এ প্রোগ্রামটি প্রতি গুরুত্ব দেয়া ও এর মাঝে নিহিত

উপকার শ্রবণ করা (সকলের জন্যে) একান্ত প্রয়োজন। আর এটি প্রতি রাতে (নিদাউল ইসলাম) نداء الإسلام শিরোনামে মাগরিব ও এশার মাঝে সু'উদী আরবের রাত ৯.৩০ (নয়টা ত্রিশ মিনিটে (সু'উদী আরবের) কুরআন কারীম চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

আমি আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলীর দ্বারা প্রর্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে ও সকল মুসলিমদেরকে উপকারী জ্ঞান অর্জন ও সৎ কর্ম সম্পাদন করার তাওফীক দান করেন। এবং আমাদেরকে তাঁর দীনের বুঝ ও তার উপর ছাবিত রাখেন। এবং আমাদের সকলকেই এ ওয়াজিব কাজটি শক্তি ও সামর্থ অনুপাতে প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করেন। এবং মুসলিমদের কর্মের ধারক বাহকদেরকে এ ওয়াজিবটি প্রতিষ্ঠা ও তার প্রতি ধর্য ধারণ করার তাওফীক দান করেন। এবং যাদেরকে এ কাজটি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরকে যেন এটিকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করেন। এবং তিনি তাঁর হক্ব আদয়ের উপর এবং তাঁর ও তাঁর বান্দাদের জন্যে নসিহত করার উপর সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহা দালশীল। আল্লাহ তাঁর বান্দা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার সাথীদের ও ইহসানের সাথে যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

المترجم : محمد إبراهيم بن محمد عبد الحليم

الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، في كوريا الجنوبية .

النشر والتوزيع

المطبعة التوحيد، دكا بنغلاديش

الجوال : ٠١٧١١٦٤٦٣٩٦